দৈনিক
ইত্তেফাক

29 MAR 2008

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংস্কারের নামে
লুটপাটের অভিযোগ

দুর্নীতি আর অনিয়মের প্রতিযোগিতায় আমাদের শিক্ষা বিভাগের একে কর্মকর্তা ও কর্মচারী যে সবিশেষ তৎপর তাহা জানেন কম-বেশী সকলেই। স শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংস্কারের নামে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের বিপুল অংকের টাকা লুটি নিবার আয়োজন প্রায় সম্পন্ন হইয়া আসিয়াছে বলিয়া খবর বাহির হইয় পত্রিকান্তরে। অর্থবছর শেষ হইতে বাকি আছে আর মাত্র তিন মাস। এই সময়ের মধ্যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবন সংস্কার বা উন্নয়নের কাজে হাত দি শেষ করা যাইবে না, ইহা তো জানা কথা। তাই বলিয়া বাজেটে যে টাকা রহিয়া তাহাতো ফেরত যাইতে পারে না। কাজ শেষ হউক বা না হউক টাকাটা তুলিয়া নিয়া শেষ করিতে হইবে। ভাবখানা যেন ঠিক এরকমই। অভিযে রহিয়াছে যে, কাজ না করিয়া ভুয়া বিল সাবমিট করিয়া টাকা হাতাইয়া নে জন্যই এই অন্যায় তৎপরতা শুরু হইয়াছে। পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টে বি সূত্রের বরাত দিয়া বলা হয় যে, এই প্রক্রিয়ায় সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংস্কা নামে ১২০ কোটি টাকা জলে যাইবার উপক্রম হইয়াছে।

অভিযোগটি গুরুতর। তলাইয়া দেখা দরকার। আমাদের দেশে বিভিন্ন সেক্ট উন্নয়ন খাতে যে বরাদ্দ দেওয়া হইয়া থাকে, প্রতিবছরই দেখা যায় তাহার এব বড় অংশ থাকিয়া যায় অব্যবহৃত। সময়মত প্রকল্প গ্রহণ করিতে না পা আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবম্বিধ কারণে বরাদ্দের টাকা ফেরত চলিয়া যায় অ সময়। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, বছর শেষে তড়িঘড়ি করিয়া টাকা খর ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। সংশ্লিষ্ট বিভাগ বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করিতে পারিল পারিল না-ইহা দেখিয়া এডিবি বাস্তবায়নের মাত্রা নির্ণয়ের একটা প্রবণতা আমা দেশে রহিয়াছে। কিন্তু, সেই টাকাটা আসলে কিভাবে খরচ করা হইয়াছে, আদ প্রকল্প সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হইয়াছে কিনা, সে প্রশ্নটি প্রায়শ উপেক্ষিত থাকি যায়। আমলাতন্ত্রের মধ্যে ঘাপটি মারিয়া থাকা দুর্নীতিবাজরা মনে হয় সুযোগটাই গ্রহণ করিয়া থাকে।

অর্থ বছর প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। শিক্ষা বিভাগ ছাড়াও অনেক ক্ষেত্রে বা উন্নয়ন বরাদ্দের টাকা নানা কারণে অব্যবহৃত থাকিয়া যাইতে পারে। অতী অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, অর্থবছরের প্রথম আট-নয় মাসে বার্ষিক উন্নয়ন বরাদ্দের হইতে ৪০ শতাংশ ব্যয় হইলেও পরবর্তী তিন-চার মাসে উহা ৬০-৭০ শতাংশে উঠি যায়। অতীতের ন্যায় এইবারও তড়িঘড়ি করিয়া কোনো মতে বিলভাউচার বানাই খরচ দেখাইয়া কেহ যাহাতে রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুণ্ঠনের সুযোগ গ্রহণ করিতে না পা সেদিকে কড়া নজরদারি প্রয়োজন। বহুদিন হইতে প্রশ্রয় পাওয়া দুর্নীতির এ তৎপরতা চলিতে দেওয়া যায় না কিছুতেই। বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের সময়ওয়ারী এক বিভাজন আগে হইতে নির্ধারণ করিয়া দিলে বিষয়টির প্রতিকার হইতে পারে বলি অভিজ্ঞ মহল মনে করেন।